পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)

প্রাতিষ্ঠানিক

এবং

আইনি কাঠামো

মেগাসিটি ঢাকা

অক্টোবর ২০১৭

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার
প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (আইআরএফ-এফএসএম)

প্রকাশক
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগীতায়
জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ১ মিন্টো রোড, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

অক্টোবর ২০১৭

প্রস্তুতকরণ
স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত ওয়ার্কিং কমিটি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কপিরাইট
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এই প্রকাশনাটি অথবা এর অংশবিশেষ যে কোনো মাধ্যমে পুনঃপ্রকাশ করা যাবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম)
প্রাতিষ্ঠানিক
এবং
আইনি কাঠামো

মেগাসিটি ঢাকা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

আমি আনন্দিত যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ) বাংলাদেশের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেক্টরের জন্য 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) প্রণয়ন করেছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি (আইআরএফ-এফএসএম) আমাদের জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এফএসএম সেবা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মযজ্ঞে সহায়ক হবে।

আমি বিশ্বাস করি, আইআরএফ-এফএসএম জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক প্রগতি প্রসারে এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির সাথে নিবিড়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। একইসাথে উল্লেখ্য, এই কাঠামো প্রণয়ন ও সঠিক প্রয়োগ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি-৬) অর্জনে বাংলাদেশের সার্বিক প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবসম্মত ও দৃশ্যমান ধাপ।

উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বর্জন ও পয়ঃনিষ্কাশনে উন্নত ব্যবস্থাপনা গ্রহণে গত কয়েক দশক ধরে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি; এখন প্রয়োজন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনাকে আরো সংহত ও কার্যকর করা। পরবর্তী পর্যায়ে কার্য সম্পাদনে আলোচ্য আইআরএফ-এফএসএম আলোকবর্তিকা হিসেবে ভূমিকা রাখবে। আইআরএফ-এফএসএম এর সময়োচিত ও কার্যকর বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি।

এই কাঠামো প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই; একইসাথে আইআরএফ-এর সার্বিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, কাঠামোটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৬ অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য ভূমিকা সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। আমি আশা করি আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন অংশীদারগণ, সুশীল সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সকলে আইআরএফ-এফএসএম এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করবেন, এবং সকলের জন্য নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে সহায়তা করবেন। এই মূল্যবান আইআরএফ-এফএসএম এর সফল বাস্তবায়নে আমি প্রভুত আশাবাদী।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশ যথার্থই বিস্ময় সৃষ্টিকারী এক ভূখন্ড। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে আমরা ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছি। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও সচল অর্থনীতি গঠনে সাফল্যস্বরূপ আমাদের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি রয়েছে। সম্প্রতি আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা পেয়েছি, যা আমাদের জাতীয় ব্যুৎপত্তি ও সরকারের দক্ষতার পরিচায়ক। জাতীয় উন্নয়নে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব ও তৃণমূল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ এটা সম্ভবপর হয়েছে।

পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা ও সঙ্কট অতিক্রমে আমাদের সাফল্য হচ্ছে এরকম উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ। যেখানে ১৯৯০ সালে দেশের জনসংখ্যার কমপক্ষে ৩৪% উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগে অভ্যস্ত ছিল, সেখানে বর্তমানে তা ১%এর নীচে। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও আমাদের জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এমন অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের আবারও এরকম একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণের সময় এসেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমরা খোলা জায়গায় মলত্যাগের অভ্যাস প্রায় বন্ধ করতে পেরেছি, কিন্তু পরিবেশে অনিরাপদ/উন্মুক্তভাবে পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনের ফলে আমাদের সকল অর্জন এখন হুমকির মুখে পড়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত এই প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি (আইআরএফ-এফএসএম) আবর্জনার যথাযথ ব্যবস্থা ও নিষ্পত্তিকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ (ডিপিএইচই), পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসাসমূহ), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নগর কর্তৃপক্ষদের কর্মসম্পাদনে নির্দেশনা স্বরূপ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

আমরা ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) অন্তর্ভূক্ত অভীষ্ঠ লক্ষ্য ৬ অর্জনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি, যেখানে সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সরকারের ভিশন ২০২১ ও সার্বজনীন পয়ঃনিষ্কাশনের সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। আমি বিশ্বাস করি, আইআরএফ-এফএসএম এই সকল মাইলফলক অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ও অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। এই আইনি কাঠামোটি (IRF) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকান্ড সম্পাদনে সর্বাত্মক সহায়ক হবে।

এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ) সহ স্থানীয় সরকার বিভাগের আমার সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আইআরএফ প্রণয়ন ও জাতির নিকট উপস্থাপনের কষ্টসাধ্য কাজ সম্পাদনে বিরামহীন প্রচেষ্টা গ্রহণে সম্পৃক্ত পলিসি সাপোর্ট ইউনিটে (পিএসইউ) কর্মরত আমার সহকর্মীদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আইআরএফ প্রণয়ন ও এর বিতরণে পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের (পিএসইউ) প্রকল্প পরিচালক তার মূল্যবান সহযোগিতা ও নিষ্ঠা দিয়ে এ ব্যাপারে অমূল্য অবদান রেখেছেন।

অবশেষে, আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় আইআরএফ কাঠামোটির কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এই প্রত্যাশায় আমি এটি সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিমিত্তে উপস্থাপন করলাম।

আব্দুল মালেক

অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অনুক্রমণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে সম্প্রতি খোলা স্থানে মলত্যাগের অভ্যাস প্রায় দূরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ অভুতপূর্ব মাইলফলক অর্জন করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ৬.২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বের পয়ঃব্যবস্থা শুধুমাত্র শৌচাগারের ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নয়।

মলমূত্রের নিরাপদ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার একটি সুলভ, টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী কারিগরি সমাধান হিসেবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রায়শই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। বৈশ্বিক পয়ঃনিষ্কাশন চ্যালেঞ্জ, বিশেষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬.২ অর্জনে নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হবে।

স্থানিক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা ও উক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকাসমূহ, পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ নর্দমা নেটওয়ার্ক ও এফএসএম সেবার যৌথ প্রয়াসে সুবিধাপ্রাপ্ত সম্ভাব্য এলাকাসমূহ এই সাংগঠনিক ও আইনি কাঠামোর কার্যক্রমের আওতায় আসবে। আইআরএফ-এর চারটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র রয়েছে: মেগাসিটি ঢাকা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং পল্লী এলাকা। এই কাঠামোর প্রতিটি অংশে এফএসএম সেবা বাস্তবায়নের উপায় ও কর্মপন্থা এবং বিভিন্ন সংগঠন ও কর্তৃপক্ষের নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী চিহ্নিত করে। এই কাঠামোতে নির্দেশিত সাংগঠনিক ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী দেশের বিদ্যমান আইন ও নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিজেদের চলমান কাজের অংশ হিসেবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনা করার জন্য স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়।

আমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ডিপিএইচই, ওয়াসাসমূহ, ইউনিসেফ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীসহ এই সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো প্রস্তুত করতে তাদের মূল্যবান পরামর্শ, মতামত ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় সরকার বিভাগের সহকর্মীদেরকে তাদের মূল্যবান অবদানের জন্য। এছাড়াও আইটিএন-বুয়েটকে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে আইআরএফ প্রস্তুতিতে এবং ইউনিসেফকে আইআরএফ প্রকাশনায় সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে আমি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো চূড়ান্তকরণে অপরিমেয় প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট ইউনিটকে সাধুবাদ জানাই। আমি খুবই আশাবাদী যে আইআরএফ-এফএসএম এসডিজি ৬.২ অর্জনের এবং এফএসএম-এর অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গতিশীল ভূমিকা রাখবে।

নাসরিন আখতার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জাতীয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ফোরামের ষোড়শ বৈঠকে আইটিএন-বুয়েটের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (বর্তমান পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা) প্রদত্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশে 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে, আইআরএফ-এফএসএম প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) কর্তৃক একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। সেই থেকে, আইটিএন-বুয়েট জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞ মতামত সন্নিবেশকরণ এবং জনগণকে এফএসএম সেবা দানের সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য দেশের পয়ঃনিষ্কাশন খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীবৃন্দ ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে কার্যক্রম শুরু করে।

এই প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি আমাদের দেশে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করার বিষয়কে মূলে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এস ডি জি ৬.২-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অবস্থানভেদে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লী এলাকা এবং মেগাসিটি ঢাকার ভিন্নতর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এফএসএম সেবা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্ব বিন্যাসে আইআরএফ-এফএসএমকে বহুমাত্রিক অবয়ব ও কর্মপদ্ধতি দেয়া হয়েছে। এই প্রচেষ্টা এলজিডি'র পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ)-এর উদ্যোগ ব্যতীত সম্পন্ন হতো না; তাদের এই আন্তরিক উদ্যম ও সহায়তার জন্য পলিসি সাপোর্ট ইউনিট-এর প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ মহসীন এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রউফ এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ার (ফোকাল পার্সন) ড. মোঃ মুজিবুর রহমানের অবদান ও নিবিড় সংশ্লিষ্টতা আইটিএন-বুয়েট কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে। ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ শাখা প্রধানের অবদানের গুরুত্বও আইটিএন-বুয়েট এর নিকট অপরিসীম। এই বিষয়ে বদান্যতা ও প্রবল আগ্রহ প্রদর্শন এবং শুরু থেকেই কুশলী দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আমরা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেকের প্রতিও কৃতজ্ঞ। সদয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য এলজিডির অতিরিক্ত সচিব, নাসরিন আখতারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ।

উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ, বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ এবং স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞবৃন্দের কাছে তাঁদের মূল্যবান সময়, বিশেষ দক্ষতা, পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে এই কাঠামো প্রণয়নে অবদানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ, যারা আইআরএফ-এফএসএম সম্পর্কিত একাধিক সভায় তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন। আইআরএফ এর বাংলা অনুবাদে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।

সবশেষে, আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো সেই সব পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের, যারা এই কাঠামো সম্পন্নকরণে তাঁদের অমূল্য বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে বিনিময় করেছেন।

আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, আইআরএফ-এফএসএম বাস্তবায়ন বাংলাদেশের পয়ঃনিষ্কাশন চিত্রের উন্নতি ঘটাবে এবং এই অঞ্চলের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশকে অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলী
প্রফেসর, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং
ডিরেক্টর, আইটিএন-বুয়েট

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ :	**পটভূমি**	**১**
অধ্যায় ২ :	**পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উদ্দেশ্য এবং পরিধি**	**৪**
অধ্যায় ৩ :	**অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ**	**৫**
অধ্যায় ৪ :	**প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বণ্টন**	**৭**
	৪.১ বিদ্যমান আইন, বিধান ও প্রবিধানের ধারণা	৭
	৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ	৮
	৪.৩ মাঠ পর্যায়ে আইনি বাধ্যবাধকতা অনুসরণে "পরিবেশ পুলিশ"	১১
	৪.৪ সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা	১২
	৪.৫ সচেতনতা বৃদ্ধি	১২
	৪.৬ কারিগরি এবং তহবিল সহায়তা	১২
অধ্যায় ৫ :	**পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার আর্থিক দিক**	**১৩**
	৫.১ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার খরচ খাত	১৩
	৫.২ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার অর্থসংস্থানের একটি প্রস্তাবনা	১৩

শব্দসংক্ষেপ তালিকা

এআইটি	এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
বিএআরসি	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল
বিএআরআই	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
বিএনবিসি	বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড
বুয়েট	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
সিবিও	কমিউনিটি বেজড্ অর্গানাইজেশন
সিটিও	কালেকশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন অপারেটর
ডিএই	ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার এক্সটেনশন
ডিএপি	ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান
ডিএমডিপি	ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান
ডিএনসিসি	ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন
ডিওই	ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্ট
ডিপিএইচই	ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং
ডিএসসিসি	ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন
ডিওয়াসা	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি
এফএসএম	ফিকেল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট
জিওবি	গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
আইসিডিডিআর,বি	ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ
আইইডিসিআর	ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ
আই/এনজিও	ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড ন্যাশনাল এনজিও
আইটিএন	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক সেন্টার
আইডব্লিউএমআই	ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট
জেএমপি	জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম
এলজিডি	লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন
এলজিইডি	লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
এমওএ	মিনিস্ট্রি অব এগ্রিকালচার
এমওইএফ	মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট
এমওএইচএ	মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ার্স
এমওএলজিআরডিএন্ডসি	মিনিস্ট্রি অব লোকাল গভর্নমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেটিভস্
এনএফডাব্লিউএসএস	ন্যাশনাল ফোরাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন
এনজিও	নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
রাজউক	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
টিএফও	ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস অপারেটর
ওয়াসা	ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি
ডব্লিউইডিসি	ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, লফবোরোও ইউনিভারসিটি

শর্তাবলি ও সংজ্ঞা

পয়ঃবর্জ্য: সব ধরনের অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা, যেমন: সেপটিক ট্যাংক, একুয়া প্রিভি, পিট ল্যাট্রিন, কমিউনিটি মাল্টিপল পিট সিস্টেম ইত্যাদি থেকে অপসারণকৃত বর্জ্য।

সেপটেজ: পয়ঃবর্জ্য (স্থিত হওয়া কঠিন, ফেনা বা গাদের মত ভাসমান ও তরল) যা সেপটিক ট্যাংকে জমা হয়।

স্যুয়েজ স্লাজ: বর্জ্য পরিশোধনাগারে শোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে বর্জ্য তৈরি হয়। শিল্পকারখানা নিসৃত বর্জ্য পানিতে বিষাক্ত দূষক মিশ্রিত থাকায় স্যুয়েজ স্লাজ গৃহস্থ ল্যাট্রিন থেকে সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্যের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর হতে পারে।

সেপটিক ট্যাংক: একটি জলনিরোধী, বহু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং সাধারণত মাটির নিচে তৈরিকৃত আধার, যেখানে বাসাবাড়ির বা অন্য ভবন থেকে নির্গত পয়ঃবর্জ্য জমা হয়। এটি মূলত কঠিন পয়ঃবর্জ্য পৃথক ও মজুত করে এবং পয়ঃবর্জ্যের জৈব অংশকে আংশিক শোধন করে।

অনসাইট স্যানিটেশন সিস্টেম: স্যানিটেশন অবকাঠামো যা গৃহস্থালি চত্বর থেকে মানুষের মলমূত্র সংগ্রহ, মজুত এবং অপসারণ করার জন্য নির্মিত হয় এবং এর মধ্যে রয়েছে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতিসহ বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন।

বর্জ্য অপসারণ: একটি প্রক্রিয়া, যা সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন অথবা বর্জ্যপানি পরিশোধনাগার থেকে জমাকৃত স্লাজ/সেপটেজ অপসারণ করাকে বোঝায়।

গৃহস্থালি স্যুয়েজ: অপরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য মিশ্রিত পরিত্যক্ত পানি, যা আবাসিক এবং বাণিজ্যিক উৎস থেকে আসে। গৃহস্থালির বর্জ্যে শিল্পকারখানার অথবা অন্য ক্ষতিকর বর্জ্যের মিশ্রণ থাকে না।

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা: একটি ব্যবস্থা, যা বর্জ্যপানি একটি পাইপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পরিশোধনাগার পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায় এবং পরিশোধনের পরে পরিশোধিত পানি নিষ্কাশন করে। এর মধ্যে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং বর্জ্য পাম্প করার মতো সকল অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা: এটি সেপটেজ ব্যবস্থাপনা নামেও পরিচিত। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন এবং বর্জ্যপানি পরিশোধনাগার থেকে সৃষ্ট বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন এবং অপসারণের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বায়োসলিডস্: সাধারণত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য অথবা পরিশোধিত গৃহস্থলী বর্জ্যের উপজাত পদার্থ হচ্ছে বায়োসলিডস্। প্রধানত বায়োসলিডসে পরিশোধিত জৈব উপাদান এবং মৃত অনুজীব থাকে, যা জৈবসার বা মাটির কন্ডিশনার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অধ্যায় ১

পটভূমি

ঢাকা নগরীর পয়ঃনিষ্কাশন চিত্র

ঢাকা নগরীতে ১০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ গতানুগতিক পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্কের আওতায় আছেন, যারা প্রধানত মধ্যম ও উচ্চ আয়ের এলাকায় বাস করেন। তবে, ঢাকার পাগলায় অবস্থিত ওয়েস্ট স্ট্যাবিলাইজেশন পন্ড (Waste Stabilization Pond) পদ্ধতিতে চলমান, দেশের একমাত্র পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার সামর্থের এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে নগরীর জনসংখ্যার মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশকে কার্যকর সেবা দেয়। এছাড়া ২০ শতাংশ পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক সম্বলিত এলাকার বাইরে নগরীর বাকি অংশ অনসাইট স্যানিটেশন পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত হয়, যার মধ্যে সেপটিক ট্যাংকসহ বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন রয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক সংবলিত এলাকার বাইরে নগরীর মধ্যম ও উচ্চ আয়ের এলাকার বেশিরভাগ অংশ সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতির আওতাভুক্ত (সেপটিক ও সোক পিট)। তবে এই সব এলাকাগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘনবসতির কারণে বহুতল ভবনের অসংখ্য টয়লেট সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগ দেয়া হয়, যার ফলে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতি ঠিকমতো কাজ করে না। অধিক জনসংখ্যার জন্য পানি বেশি ব্যবহৃত হয় এবং বেশি ময়লা পানি উৎপন্ন হয়; যার কারণে সেপটিক ট্যাংকগুলো বর্জ্য পানি থেকে কঠিন বর্জ্য কার্যকরভাবে আলাদা করতে পারে না এবং তাড়াতাড়ি ভরে যায়। সেপটিক ট্যাংকের এই বিপুল পরিমাণ তরল স্যুয়েজ সোক পিটসমূহ শুষে মাটির গভীরে বা নিচে নিতে পারে না, ফলে তা উপচে পড়ে।

পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক-বিহীন এলাকার একটি বৃহৎ অংশে বৃষ্টির পানির নর্দমা (storm sewer network) থাকায়, জনগণ গৃহস্থালি স্যুয়েজ নিষ্কাশনের জন্য অবৈধভাবে বৃষ্টির পানির নর্দমায় সংযোগ দিয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে, গৃহস্থালি স্যুয়েজ ও বর্জ্যপানি সেপটিক ট্যাংকে সংযোগের বদলে সরাসরি বৃষ্টির পানির নর্দমার মধ্যে অপসারণ করা হয়। ফলে ঐসব এলাকার পয়ঃবর্জ্য বৃষ্টির পানির নর্দমার মধ্যে জমা হয়, যা বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে নগরীর লেক/খাল/নিম্ন এলাকায় অপসারিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা নদীর পানিতে গিয়ে মিশে। উঁচু ভবনসহ অনেক ভবনেই কোনো প্রকার বর্জ্যপানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (যেমন: সেপটিক ট্যাংক) নাই এবং তাদের স্যুয়েজ সরাসরি জলাধার, খাল এবং নদীতে ফেলা হয়। এ ধরনের কার্যক্রম ব্যাপক পরিবেশ দূষণ এবং মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে, যার প্রভাব নগরীর ভেতর এবং বাইরেও পরিলক্ষিত হয়।

বস্তি এবং নিম্ন আয়ের মানুষের বসবাস এলাকাতে, সাধারণত অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন দেখা যায়; কিছু এলাকাতে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতিও দেখা যায়। বস্তি এবং নিম্ন আয়ের জনগণ সাধারণত শহরতলি/আশেপাশের নিম্ন এলাকায় বসবাস করেন। এই এলাকাগুলো সাধারণত ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ পাইপলাইন এবং পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্কের আওতার বাইরে অবস্থিত। বস্তি এলাকাতে, স্থান ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য সাধারণত একটি ল্যাট্রিন অনেকগুলো পরিবার ব্যবহার করে। ফলে, ল্যাট্রিনের পিটটি (বা সেপটিক ট্যাংকগুলো) পয়ঃবর্জ্য দ্বারা তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যায় এবং নিয়মিত পয়ঃবর্জ্য অপসারণ না করলে ল্যাট্রিনসমূহ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যা বস্তি এলাকাগুলোতে স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যখন জাতীয় পর্যায়ে খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের হার ১ শতাংশে নেমে এসেছে (জেএমপি ২০১৪ প্রতিবেদন অনুসারে), তখন অনেক বস্তিতেই খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের হার শতকরা ২০ ভাগের বেশি (অক্সফাম এবং আইটিএন-বুয়েট, ২০১৪); অকার্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণেই খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের হার এত বেশি ।

যদিও সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধরনের পিট পায়খানা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তবে সেগুলোর নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রায়ই নিম্ন মানের হয়। সচরাচর, ল্যাট্রিন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনা না করে এবং কতোদিন পর পর পরিষ্কার করা হবে তা নকশায় উল্লেখ না করে সেপটিক ট্যাংক নির্মাণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংকে যথাযথ ভাবে ইনলেট এবং আউটলেটও যুক্ত থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই সেপটিক ট্যাংকের বর্জ্যপানি অপসারণ করার জন্য সোক পিট থাকে না। অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠান (রাজউক) কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকায় বেশিরভাগ বাড়ি সেপটিক ট্যাংকের নকশা ও নির্মাণ অপ্রতুলতার কারণে ভোগান্তিতে পড়েন।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান ভূমিকা

২০১১ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন - এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়; স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ ক্ষমতাবলে এই দুটি সিটি কর্পোরেশন ঢাকা নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন এবং পরিচ্ছন্নতা সেবা প্রদান করবে। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া, কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং অপসারণের জন্য বিশাল কর্মী (পরিচ্ছন্ন) বাহিনী আছে। সিটি কর্পোরেশনসমূহ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, যা প্রাইভেট অপারেটরদের দিয়ে লিজের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার জন্য সিটি কর্পোরেশন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (কঞ্জারভেন্সি) কর ধার্য করে থাকে। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন কোনো পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করে না।

ঢাকা ওয়াসার বর্তমান ভূমিকা

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন আইন (১৯৯৬) মোতাবেক ঢাকা ওয়াসা পয়ঃনিষ্কাশন সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত; কিন্তু পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক-বিহীন এলাকার স্যানিটেশন সেবা সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা নেই। যেসব এলাকা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, ডিওয়াসা সেসব এলাকায় পানির বিলের সঙ্গে পয়ঃনিষ্কাশন ফি সেবাগ্রহীতাদের ওপর ধার্য করে। অন্য এলাকায়, যেখানে পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক নাই, সেখানে ওয়াসা পয়ঃবর্জ্য/সেপটেজ ব্যবস্থাপনার কোনো সেবা প্রদান করে না। যা হোক, সাম্প্রতিক ঢাকা ওয়াসা প্রস্তুতকৃত পয়ঃনিষ্কাশন মাস্টার প্ল্যানে (২০১৩) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সুপারিশ করা হয়েছে।

রাজউকের বর্তমান ভূমিকা

রাজউক (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) প্রধানত ঢাকা মহানগরীর আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা এবং সড়কের বিন্যাসের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। রাজউক মহানগরীর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কিন্তু স্যানিটেশন সেবা বিষয়ে কোনো ভূমিকা পালন করে না। রাজউক স্যানিটেশন ব্যবস্থার বিধান রেখে ভবন তৈরির অনুমোদন দেয় কিন্তু নির্মাণকালে এই বিষয়টি মনিটরিং করে না।

কাঠামো পরিকল্পনা ও বিস্তারিত এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা বা ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানের (ডিএপি) সাথে সংশ্লিষ্ট ঢাকা মহানগরী উন্নয়ন পরিকল্পনায় (ডিএমডিপি) স্যানিটেশন বিষয়ে সীমিত আকারে পরিকল্পনা নির্দেশনা রয়েছে। ভবন নির্মাণ আইন (১৯৯৬) অনুযায়ী খানা (household) পর্যায়ে স্যানিটেশন পরিকল্পনা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-এ (বিএনবিসি) ১০টি প্রধান শ্রেণি, যেমন: আবাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসা, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে ল্যাট্রিন, প্রস্রাবখানা ও নর্দমার জন্য বিস্তারিতভাবে বিধান দেয়া হয়েছে। তবে নির্গত তরল বর্জ্য পরিশোধন এবং বর্জ্য অপসারণ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত নেই।

ঢাকা নগরীতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান পরিস্থিতি

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে অনসাইট স্যানিটেশনসহ এফএসএম সেবা চেইন (পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করা থেকে পরিশোধন-অপসারণ করা পর্যন্ত) অন্তর্ভুক্ত যা ১ নম্বর চিত্রে দেখানো হলো। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঢাকা নগরীর জন্য একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয়। বিভিন্ন নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং অর্থ বরাদ্দের (বাজেট) ক্ষেত্রে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়টি নগর স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট উপাদান হিসেবে স্বীকৃত নয়। পিট থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করার যান্ত্রিক পদ্ধতির অপ্রতুলতা এবং জনসচেতনতার অভাবের কারণে অস্বাস্থ্যকর ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিটি অধিক প্রচলিত। কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা/এনজিও ঢাকা ওয়াসার সহায়তায় সীমিত আকারে পয়ঃবর্জ্য সেবা (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিশোধন ছাড়া শুধুমাত্র পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং অপসারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ) প্রদান করে। তবে এই সেবার আওতা সীমিত এবং এটা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন এবং যথাযথ অপসারণের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করে না। ফলে অস্বাস্থ্যকর ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে পিটের পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ এবং খালিকৃত পয়ঃবর্জ্য সরকারি নর্দমা এবং সংলগ্ন নিচু এলাকায় অপসারণ করা একটি সাধারণ ঘটনা।

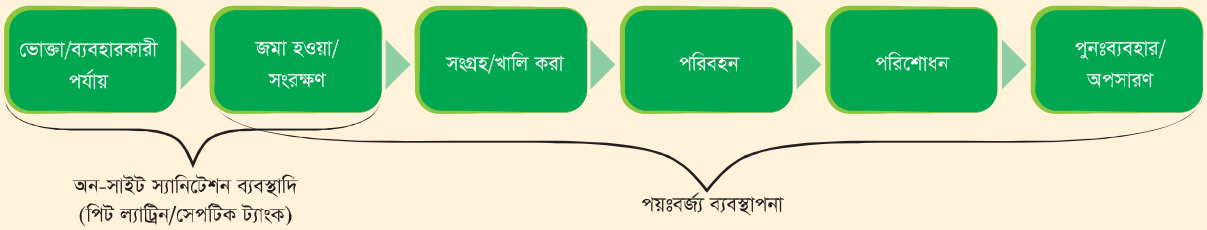

চিত্র ১: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Fecal Sludge Management) পদ্ধতির উপাদানসমূহ

এফএসএম সেবার অপ্রতুলতার কারণে অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে পয়ঃবর্জ্য আশপাশের জলাধারে অথবা নিচু এলাকায় ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন। এ জাতীয় কার্যক্রম পরিবেশের এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক, এতে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে এফএসএম সেবার প্রয়োজনীয়তা এবং বিদ্যমান চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারসহ (যেমন: ঢাকা ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন) প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণে একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামোর আওতায় এই সেবা কমিউনিটি পর্যায়ে সফল করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাটি বস্তি ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর এলাকাতে অনসাইট স্যানিটেশন প্রযুক্তিগুলোকে দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই করে তুলবে।

অধ্যায় ২

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উদ্দেশ্য ও পরিধি

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা। বিশেষভাবে এই কাঠামোর মাধ্যমে:

(ক) ঢাকা নগরীর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নের বিভিন্ন উপায় চিহ্নিত করা; এবং

(খ) কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডার, বিশেষত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করা।

এই কাঠামোতে প্রধানত স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর উপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা সকল সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ঢাকা উত্তর সিটি এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এই কাঠামোর আওতায় প্রয়োজনীয় বিধি, প্রবিধান, উপ-বিধি (সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ কাঠামোর মধ্য থেকে) তৈরি করতে পারবে।

শুধুমাত্র অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ এই এফএসএম কাঠামোর আওতাভুক্ত হবে। যদি নগরে বা নগরের কোনো অংশে প্রচলিত স্যুয়ারেজ সিস্টেম চালু থাকে/করা হয় (পরিশোধনাগারসহ), তাহলে এই কাঠামো ঢাকার উভয় সিটি কর্পোরেশনের ঐ অংশের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তবে এফএসএম কাঠামোর আওতাধীনে বিকেন্দ্রীভূত Small bore sewerage system (SBS) সহযোগে সেপটিক ট্যাংকে কারখানার তরল বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা ঢাকার উভয় সিটি কর্পোরেশন এলাকাগুলোতে চালু করা যেতে পারে। কোন কোন এলাকা স্যুয়ারেজ নেটওয়ার্ক এর আওতাভূক্ত হবে এবং কোন কোন এলাকা এফএসএম ব্যবস্থার আওতাভুক্ত থাকবে তা ঢাকা ওয়াসা এবং ঢাকা উত্তর/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন যৌথভাবে নির্ধারণ করবে।

অধ্যায় ৩

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি যথোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কাঠামো প্রণয়ন করা। কার্যকর, নিরাপদ ও টেকসই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান স্থানিয় অবস্থা, দক্ষতা, সামর্থ্য ও অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানসমূহের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যেহেতু সমগ্র এফএসএম সেবা চেইনটি পরস্পরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত, তাই প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়া এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় থাকা জরুরি।

উপরে বর্ণিত বিষয়ের আলোকে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, অনুশীলন এবং মনিটরিং ও মূল্যায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য নিচের প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

(ক) **মন্ত্রণালয়সমূহ:** এই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটি অনুমোদন করা; তহবিল নিশ্চিত করা; সংশ্লিষ্ট লাইন এজেন্সিসমূহের (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা ওয়াসা) মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান; পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন; আইন, নীতিমালা, কৌশল এবং নির্দেশনাসমূহের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামের (এনএফডাব্লিউএসএস) মাধ্যমে মনিটরিং করা।

- স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়: **নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়**
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- কৃষি মন্ত্রণালয়
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- তথ্য মন্ত্রণালয়
- বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
- রেলপথ মন্ত্রণালয়
- ভূমি মন্ত্রণালয়
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(খ) **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং লাইন এজেন্সিসমূহ:** সমগ্র পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) বাস্তবায়ন করা

- ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন - পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ও সার্বিক দায়িত্ব
- ঢাকা ওয়াসা - সহযোগী ভূমিকা
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) - সহযোগী ভূমিকা
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) - সহযোগী ভূমিকা
- রাজউক - সহযোগী ভূমিকা

(গ) **সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ:** এফএসএম সেবা চেইনের কোথাও জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ, কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এর বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত পণ্যের (যেমন: জৈবসার) গুণগত মান নিশ্চিতের জন্য গবেষণা সহায়তা প্রদান।

- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট লাইন এজেন্সিসমূহ
- আইটিএন-বুয়েট, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
- বিএআরআই, বিআরআরআই, বিএআরসি, আইইডিসিআর, আইসিডিডিআর,বি
- আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহ (যেমন: সেনডেক, ইএডাব্লিউএজি, ওয়েডেক, এআইটি, আইএইচই, আইডাব্লিউএমআই)
- উন্নয়ন সহযোগী
- দেশী-বিদেশী বেসরকারি সংস্থা (I/NGO)
- প্রাইভেট সেক্টর

ঘ) **সচেতনতা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ:** সচেতনতামূলক প্রচারণায় সহায়তা প্রদান, প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, এফএসএম ব্যবসার বিভিন্ন মডেল উপস্থাপন, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা, কারিগরি সহায়তা প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা এবং তহবিল প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট লাইন এজেন্সিসমূহ
- বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
- উন্নয়ন সহযোগী
- আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থা (I/NGO)
- সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
- গণমাধ্যম (মুদ্রণ, ইলেকট্রনিক) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম
- প্রাইভেট সেক্টর

অধ্যায় ৪

প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বণ্টন

অনুচ্ছেদ ৪.১: বিদ্যমান আইন, বিধান ও প্রবিধানের ধারণা

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯, যা সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ হিসেবে বিবেচিত, -এর ৪১ ধারায় সিটি কর্পোরেশনের দায়দায়িত্ব এবং কার্যাবলি সম্পর্কে উল্লেখ আছে এবং তফসিল ৩-এ কার্যাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর তফসিল ৩-এর ১ ধারার ১.৪ উপধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, *"সিটি কর্পোরেশন-এর সীমানা এলাকায় অবস্থিত সকল জনপথ, পাবলিক টয়লেট, প্রস্রাবখানা, নর্দমা এবং সমস্ত বাসাবাড়ি ও ভূমি হতে আবর্জনা সংগ্রহ এবং অপসারণ করার জন্য সিটি কর্পোরেশন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"*।

বর্ণিত আইনের তফসিল ৩-এর উপধারা ১.৮-এ বর্ণনা করা আছে যে, *"সিটি কর্পোরেশন মহিলা ও পুরুষ ব্যবহারকারীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ও ব্যবহারোপযোগী পৃথক পৃথক পাবলিক ল্যাট্রিন ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করবে এবং এগুলো সচল রাখার জন্য যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করবে"*।

তফসিল ৩-এর উপধারা ১.৯-এ বর্ণনা করা আছে যে, "যেসব বসতবাড়িতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানা আছে সেসব বসতবাড়ির স্বত্ব মালিকগণ সিটি কর্পোরেশনের সন্তুষ্টি মোতাবেক পায়খানা বা প্রস্রাবখানা যথাযথভাবে রাখবেন"।

বর্ণিত আইনের তফসিল ৩-এর উপধারা ১.১০ মোতাবেক, "কোনো বসতবাড়িতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা না থাকলে, বা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকলে, বা যথাযথ নয় এমন স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকলে সিটি কর্পোরেশন উক্ত বসতবাড়ির মালিককে নিম্নলিখিত বিষয়ে নোটিশ প্রদান করবে:

(ক) প্রয়োজনীয় পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করা

(খ) পায়খানা ও প্রস্রাবখানার মান উন্নয়ন করা

(গ) প্রয়োজন হলে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা স্থানান্তর করা এবং

(ঘ) যেখানে ভূগর্ভস্থ পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা আছে সেখানে যথাযথভাবে পরিষ্কারযোগ্য পায়খানা ও প্রস্রাবখানাকে পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা।"

বর্ণিত স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯-এর তফসিল ৩-এর ৮ ধারায় সকল নগরবাসীর ব্যবহারের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ এবং সেই সঙ্গে নগরীর নর্দমা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বসমূহ এবং কার্যাবলির বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে।

যদিও সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এ "ফিকাল স্লাজ" কথাটি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই (প্রধান কারণ সে সময়ে এই কথাটির ব্যাপক প্রচলন ছিল না), তথাপি এটা পরিষ্কার যে, 'ফিকাল স্লাজ' (সিটি কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী পাবলিক টয়লেট ও প্রস্রাবখানা, নর্দমা এবং সমস্ত দালানকোঠা ও ভূমিতে জমাকৃত 'ময়লা') ব্যবস্থাপনার কাজটি প্রধানত সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বে বর্তায়।

এটা স্পষ্ট যে, সিটি কর্পোরেশন এ সব দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর বিধি মোতাবেক সম্পাদন করবে। পয়ঃবর্জ্য যথাযথ ব্যবস্থাপনায় যদি সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজন মনে করে, তাহলে সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এ বর্ণিত (ধারা ১২০, ১২১ এবং ১২২) যথাক্রমে তফসিল ৬, তফসিল ৭ এবং তফসিল ৮ মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় "বিধি", "প্রবিধি" এবং "উপ-আইন" তৈরি করতে পারবে।

উদাহরণস্বরূপ, সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর তফসিল ৭ মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন অন্যান্যগুলোর সাথে "প্রবিধান" প্রণয়ন করতে পারবে, যেমন: "স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ, ভূমি ও খানা পরিদর্শন; বসতবাড়ির মালিক কর্তৃক ময়লা-আবর্জনা অপসারণ ও পরিষ্কার করা; ব্যক্তি মালিকানাধীন ল্যাট্রিন ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন করা; জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিষয়ক দায়িত্ব এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের লাইসেন্স প্রদান করা"।

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬, যা ওয়াসা আইন ১৯৯৬ হিসেবে বিবেচিত, এর ১৭ ধারার উপধারা (২)-

এ সুস্পষ্টভাবে কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত প্রধান দায়দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে: (ক) বহনযোগ্য পানীয় জল নিষ্কাশন/সংগ্রহ, পরিশোধন, পাম্পিং, সংরক্ষণ এবং সরবরাহ করার জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ, উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা; (খ) স্যানিটারি সুয়েজ এবং শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য সংগ্রহ, পাম্পিং, পরিশোধন এবং অপসারণের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার নির্মাণ, উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা; (গ) কর্তৃপক্ষের মতামতের ভিত্তিতে অপ্রয়োজনীয় বা অকেজো নর্দমা বা নালা বন্ধ বা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা; (ঘ) বৃষ্টির পানি অপসারণের জন্য নর্দমা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

তবে ওয়াসা আইন ১৯৯৬-এ অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা যেমন: পিট ল্যাট্রিন বা সেপটিক ট্যাংক খালি করা, বর্জ্য সংগ্রহ, বহন, পরিশোধন এবং অপসারণ এবং/অথবা অনসাইট ব্যবস্থাদি থেকে উৎপাদিত পয়ঃবর্জ্যের পুনঃব্যবহার করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই।

অনুচ্ছেদ ৪.২: প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.১: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বসমূহ

১) সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর বিধি মোতাবেক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (যা **"সিটি কর্পোরেশনস্"** নামে অভিহিত) এদের কর্মপরিধি এলাকায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে (সেবা প্রদানের জন্য আর্থিক/ব্যবসায়িক মডেলসহ)। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট জাতীয় আইন, নীতিমালা, কৌশল এবং নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করবে এবং ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি-র জন্য তহবিল সহায়তার ব্যবস্থা করবে।

২) আইন অনুযায়ী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো এবং সেবার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনসমূহ ঢাকা ওয়াসা, রাজউক, ডিপিএইচই/এলজিইডি, উন্নয়ন সহযোগী, প্রাইভেট সেক্টর, দেশী/বিদেশী বেসরকারি সংস্থা (I/NGO) সমূহের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে পারবে। ঢাকা শহরের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপরেখা চিত্র-২ এ দেখানো হলো।

৩) সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর ধারা ৫০-এর উপধারা (২) মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে। এই কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করবে। প্রয়োজনে এবং প্রাপ্যতা সাপেক্ষে একজন স্যানিটেশন/এফএসএম বিশেষজ্ঞকে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে (সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর ৫০ ধারা-এর ৯ উপধারা মোতাবেক)।

৪) সিটি কর্পোরেশন সরকারি এজেন্সি, দেশী-বিদেশী সংস্থাসমূহ, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক (ইনক্লুসিভ) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল (modality) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

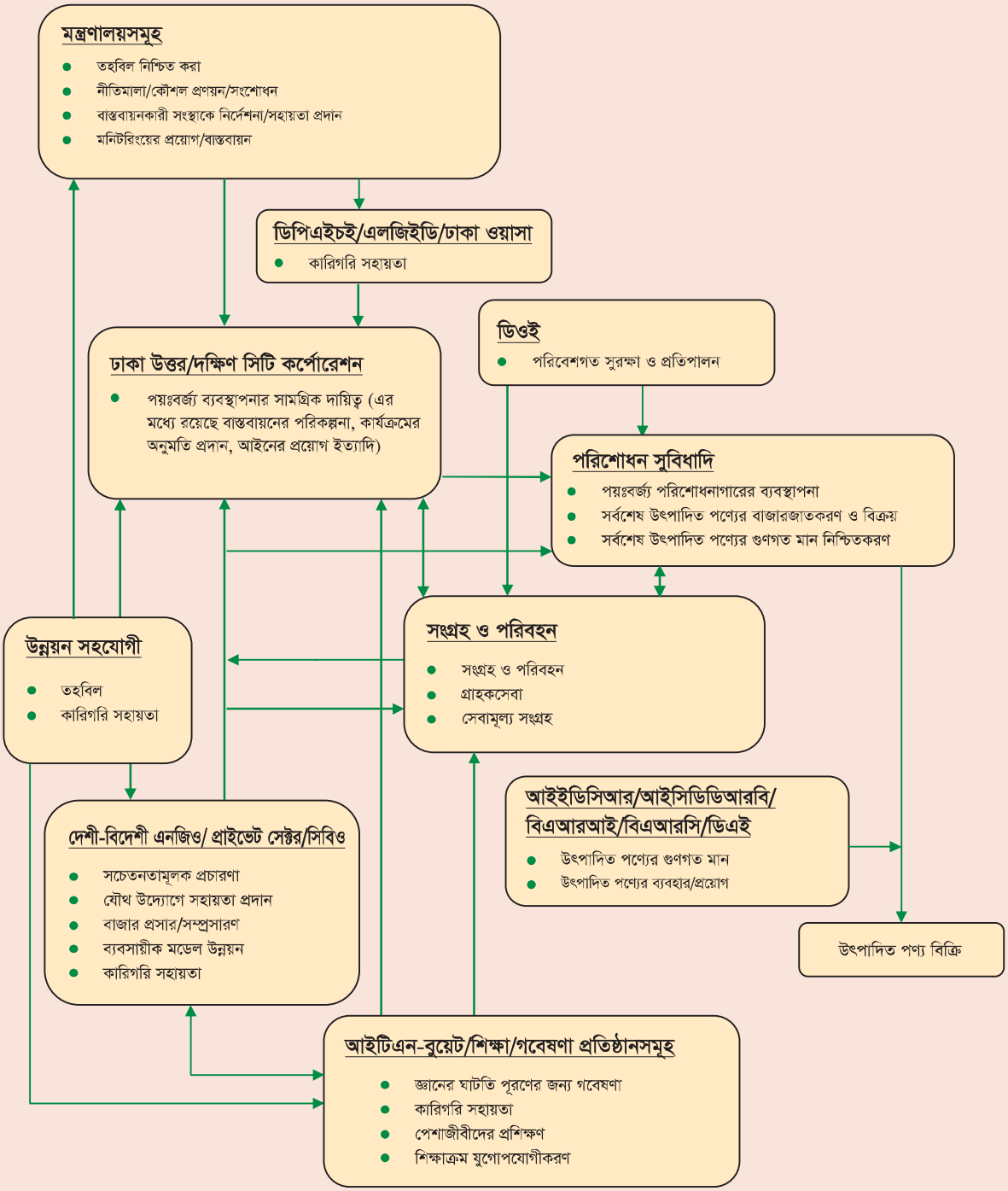

চিত্র ২: ঢাকা নগরীর জন্য পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.২: স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণের যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ বিদ্যমান এবং নতুন নির্মাণ:

(১) যখন ভবনের নকশা অনুমোদন করা হবে, তখন রাজউক স্যানিটেশন ব্যবস্থার (যেমন: সেপটিক ট্যাংক) নকশা পরীক্ষা করবে এবং এর অবস্থান/বিন্যাসও দেখবে (এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের জন্য যাওয়া যাবে)। সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থার (যেমন: সেপটিক ট্যাংক এবং সোক পিট) নকশা পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করতে হবে।

(২) বস্তি ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য যেখানে প্রয়োজনীয় ভূমি আছে, সেখানে সিটি কর্পোরেশন দুই পিট বিশিষ্ট পোর-ফ্লাশ ল্যাট্রিন অথবা অন্য উদ্ভাবনী স্যানিটেশন প্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিত করবে, যা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে কাজ করবে।

(৩) কোনো নতুন ভবন নির্মাণকালে অথবা পুরাতন ভবন মেরামতকালে রাজউক মনিটরিং করবে যে, ভবনের স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি নির্ধারিত স্থানে আছে কি না এবং তা অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মিত হচ্ছে কি না। যদি এ ব্যাপারে কোনো বিচ্যুতি পাওয়া যায়, তাহলে রাজউক ভবন মালিককে স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ করার নির্দেশ দিবে।

(৪) যেসব ভবনে/বাসাবাড়িতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা (ল্যাট্রিন ও প্রস্রাবখানা) নাই বা অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা রয়েছে বা যথাযথ স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নাই, সেসব ভবন/বসতবাড়ির মালিককে স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি পুনরায় নির্মাণ করার জন্য অথবা অযাচিত স্থান থেকে সরানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন নোটিশ জারি করবে।

(৫) সিটি কর্পোরেশন বিদ্যমান/নির্মিত ভবনের স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির যাচাই বাছাই ও পরিদর্শন কাজ পরিচালনার জন্য প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সংস্থাকে নিয়োজিত করতে পারবে।

স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণ:

(১) সিটি কর্পোরেশনসমূহ ঢাকা ওয়াসা এবং রাজউক এর সহায়তায় যথাযথ পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যে গৃহস্থালি বর্জ্য, বর্জ্যপানি এবং গৃহের স্যুয়েজ বৃষ্টির পানির ড্রেন বা নালার সঙ্গে যেন না মিশে এবং পয়ঃবর্জ্য আবর্জনা সড়কের উপর, উন্মুক্ত স্থানে বা এ ধরনের আবর্জনা ফেলার জন্য নির্ধারিত নয়, এমন স্থানে ফেলা না হয়। এসকল কাজ সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(২) সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ মোতাবেক সিটি কর্পোরেশনসমূহ সে সকল ভবন মালিকদেরকে বলবেন যারা গৃহস্থালি বর্জ্য/বর্জ্যপানি যথাযথভাবে নকশা মেনে নির্মিত সেপটিক ট্যাংকে ফেলার নিয়ম মানবেন না। সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থার উপচে পড়া বর্জ্য পানি (ইফলুয়েন্ট) বৃষ্টির পানির ড্রেনে অপসারণ করা যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার তৈরি না হয়, ততদিন পর্যন্ত সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো জমিতে গর্ত করে ফেলতে হবে এবং পিট পয়ঃবর্জ্যে ভরে গেলে তা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

(৩) স্যুয়েজ/বর্জ্য পানি/আবর্জনা অপসারণের বেআইনি চর্চা চিহ্নিতকরণে সিটি কর্পোরেশনসমূহ পরিদর্শন/জরিপকাজ পরিচালনার জন্য প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সংস্থাসমূহকে (যেমন: আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে) নিয়োজিত করতে পারবে সেবা ক্রয়ের মত করে।

(৪) ট্রেন ও নৌযান থেকে পয়ঃবর্জ্য যেন সরাসরি পরিবেশে ফেলা না হয় তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ পরিকল্পনা/কর্মসূচি প্রণয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ/সিটি কর্পোরেশনসমূহ রেলপথ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একত্রে কাজ করবে।

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন

(১) সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ (খালিকরণ), পরিবহনসহ সামগ্রিক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চেইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে। সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণের কাজটি এমনভাবে করবে বা যদি অন্য কেউ করে তাদের কাজে তদারকি করবে, যাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের কাজটি করা হয় এবং এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কোনো স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি না ঘটে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়। সিটি কর্পোরেশনসমূহ সংগ্রহ ও পরিবহন কাজ পরিচালনার জন্য উপযোগিতা অনুযায়ী একক বা কিছু সংখ্যক ঠিকাদারদের সঙ্গে বা এনজিও, সিবিও-দের সঙ্গে যৌথ অংশীদারি চুক্তি বা লিজ করতে পারবে, যারা সংগ্রহ ও পরিবহন অপারেটর (সিটিও) হিসেবে পরিচিত হবে।

(২) পিট খালি করার কাজটির মধ্যে "সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের জন্য অনুমোদিত স্থানে পরিবহন করার বিষয়টিও" অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ডিএনসিসি ও ডিএসসিসিকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য শুধুমাত্র অনুমোদিত স্থানসমূহে পরিশোধন বা অপসারণের জন্য পরিবহন করা হচ্ছে এবং সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য কখনোই কোনো উন্মুক্ত স্থানে, জলাশয়ে, নালায় বা নর্দমায় ফেলা হবে না (যা সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ)।

(৩) পিট পয়ঃবর্জ্য খালি করার কাজে নিয়োজিত কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পিট পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ সেবা চালু ও তার প্রসার ঘটাবে। ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য খালিকরণের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (প্রচলিত নিয়মে পিট পরিষ্কারকারী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী) যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সহায়তা সেবা দিয়ে ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি তাদেরকে আধুনিক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় অন্তর্ভুক্ত করে নিবে, যাতে ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি আধুনিক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চালু করলে বর্তমানে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় নিয়োজিত কর্মীদের কর্মসংস্থানের কোনো ক্ষতি না হয়।

(৪) পিট পয়ঃবর্জ্যের খালিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক ঝুঁকি (hazard) রয়েছে এবং এজন্য ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি পিট পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ সেবার জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশাবলি অনুসরণ বাধ্যতামূলক করবে। তবে যতদিন পর্যন্ত ঐ রকম স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশাবলি তৈরি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি বর্তমানে এই সংক্রান্ত যেসকল নির্দেশাবলি রয়েছে তা অনুসরণ করবে।

(৫) সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর ধারা ৮২ এবং তফসিল ৪ মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য ফি/চার্জ ধার্জ্য করতে পারবে। যদি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোনো পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা চালু থাকে এবং সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য ঐ পরিশোধন কেন্দ্রে পরিবহন করা হয়, তাহলে সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে এফএসএম সেবার সকল ধাপসমূহ (যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ থেকে পরিশোধন পর্যন্ত) বিবেচনায় রাখতে পারবে।

(৬) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ থেকে যথাযথভাবে, সময়মতো এবং নিয়মিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি তার কর্ম এলাকায় অবস্থিত স্যানিটেশন ব্যবস্থার এবং কতোদিন পর পর তা খালি করতে হবে ক্রমান্বয়ে তার একটি তথ্য-ভান্ডার (ডাটাবেইজ) তৈরি করবে। একবার সমগ্র পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চেইন (অর্থাৎ, সংগ্রহ থেকে পরিশোধন/অপসারণ পর্যন্ত) চালু হলে, তখন সকল অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি থেকে সময়মতো এবং কার্যকরভাবে পয়ঃবর্জ্য খালি করার কাজে এই তথ্যভান্ডার ব্যবহার করা যেতে পারে। যেসব বসতবাড়ি/প্রতিষ্ঠান পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (যেমন: খালিকরণ) সেবা পেতে চাইবে ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি তাদেরও একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করবে।

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৪: পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ এবং/অথবা সবশেষে ব্যবহার (End-we***)***

(১) ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি ঢাকা শহরে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ এবং সবশেষে ব্যবহারসহ সমগ্র পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চেইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে। ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি এই কাজগুলো নিজে বাস্তবায়ন করবে অথবা অন্য কেউ করলে তা তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যে, পরিচালিত কাজসমূহ (যেমন: তরল বর্জ্য অপসারণ বা উৎপাদিত কম্পোস্টের গুণগত মান) বিদ্যমান নিয়ম ও নীতি মেনেই বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এতে জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন এবং অপসারণ কার্যক্রম তদারকিতে নিজের পর্যাপ্ত কারিগরি দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য পরিশোধন পরিচালনা অপারেটরের (টিএফও) সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে।

(২) ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি সম্ভাব্য পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য ঢাকা ওয়াসার সঙ্গে যৌথ আয়োজনে (যা ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক পরিচালিত) বর্জ্য পরিশোধনাগার ব্যবহার করতে পারবে। ঢাকা ওয়াসা অপসারণ বা সর্বশেষ ব্যবহারের (enduse) পূর্বে বর্জ্য শোধনাগারে উৎপন্ন পয়ঃবর্জ্য যথাযথ পরিশোধনের দায়িত্ব পালন করবে।

(৩) রাজউক এবং বেসরকারি নির্মাণ সংস্থাসমূহ পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য জমি প্রাপ্তিতে এবং এ সম্পর্কিত নানাবিধ সুবিধা পেতে ডিএনসিসি ও ডিএসসিসিকে সহায়তা দিবে।

(৪) যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নির্মিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য (যা অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে অপসারিত) ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি কর্তৃক নির্ধারিত কোনো জমি বা এলাকাতে গর্ত করে ফেলতে হবে এবং গর্ত পূর্ণ হয়ে গেলে তা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

(৫) সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর ১২১ ধারা মোতাবেক সিটি কর্পোরেশন/স্থানীয় সরকার বিভাগ এই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৪-এর আওতায় নানাবিধ কাজে প্রাইভেট সেক্টর/আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থা (I/NGO)/কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠনকে (CBO) সম্পৃক্ত করার জন্য প্রবিধি তৈরি করতে পারবে।

(৬) ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য ফি আলাদাভাবে অথবা এই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩-এর ধারা ৫ মোতাবেক পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহনের ফি-এর সাথে একত্রে ধার্য করতে পারবে।

(৭) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি তার বিদ্যমান নীতিমালা ও প্রবিধান মেনে পরিবেশ অধিদপ্তর ও আইইডিসিআর (অথবা অন্য কোনো বিশেষায়িত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের) সহায়তা চাইবে।

(৮) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার (যদি থাকে) ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তা চাইবে।

(৯) পরিশোধনের সর্বশেষ পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের (কম্পোস্ট বা জৈবসার) কৃষিকাজে, জমি তৈরি বা অন্য উদ্দেশ্যে নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৩: মাঠ পর্যায়ে আইনি বাধ্যবাধকতা অনুসরণে "পরিবেশ পুলিশ"

(১) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যে, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ সেবা চেইনে পরিবেশ সম্পর্কিত সকল আইন, প্রবিধান এবং নীতিমালাগুলো সংশ্লিষ্ট সকলে যথাযথভাবে অনুসরণ করছে।

(২) পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য অপসারণ অথবা সবশেষে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শক্রমে আদর্শ মান/নির্দেশিকা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৩) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মাঠ পর্যায়ে আইন ও প্রবিধান, নিরাপত্তা মান এবং নীতিমালার অনুশীলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক জরিমানা আরোপ করার বিধানসহ "পরিবেশ পুলিশ" নামে একটি প্রশিক্ষিত দক্ষ বাহিনী গঠনের আইনগত বিধান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৪: সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা

(১) অধ্যায় ৩-এ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (সামর্থ বৃদ্ধির জন্য অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ) পয়ঃবর্জ্য ব্যাবস্থাপনা সেবা চেইনের প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত পন্যের (যেমন: জৈবসার) বিষয়ে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ, গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করবে।

(২) কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি-র জনবল কাঠামোতে (অর্গানোগ্রাম) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ইউনিট/বিভাগ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৩) পয়ঃবর্জ্য ব্যাবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য মন্ত্রণালয়সমূহ (৩ নম্বর অধ্যায়ের তালিকা মোতাবেক) এবং লাইন এজেন্সিসমূহ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং আইএনজিও/এনজিওসমূহ ডিএনসিসি ও ডিএসসিসি জনবলের এবং অন্যান্য অংশীদারদের দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করবে।

(৪) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (আইটিএন-বুয়েট, কারিগরি ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ/ইনস্টিটিউটসমূহ/কেন্দ্রসমূহ) সহযোগী হিসেবে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহ/ইনস্টিটিউট/বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে। বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীরা এই উদ্যোগে সহযোগিতা করবে।

(৫) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ এবং জ্ঞান/তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং নির্দেশনা প্রণয়নে কাজ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৫ : সচেতনতা বৃদ্ধি

(১) এই কাঠামোর অধ্যায় ৩.০-এ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (সচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ) সচেতনতামূলক প্রচারণা, প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বিষয়ে ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতা বৃদ্ধি প্রচারণায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (৩ নম্বর অধ্যায়ে চিহ্নিত) এবং লাইন এজেন্সিসমূহ সহায়তা দিবে।

(২) সরকারের মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক/ দেশীয় বেসরকারী সংস্থা (I/NGO)/ কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) সমূহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার উপর জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করবে এবং প্রাইভেট সেক্টরসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অংশীদারিত্ব স্থাপনে সহায়তা করবে।

(৩) সুশীল সমাজ সংগঠন, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনগোষ্ঠীকে অবহিত করতে আন্তর্জাতিক/ দেশীয় বেসরকারী সংস্থা (I/NGO)/ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (কারিগরি বিষয়ে সহায়তার জন্য) সঙ্গে কাজ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৬ : কারিগরি এবং তহবিল সহায়তা

(১) সিটি কর্পোরেশনগুলোতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সহযোগিতা (যেমন: পরিশোধন সুবিধার অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ভূমি) প্রদান করবে।

(২) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহুপাক্ষিক অথবা দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনগুলোতে কারিগরি সহযোগিতা এবং তহবিল সহায়তা দিতে পারবে।

(৩) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় লাইন এজেন্সিসমূহের (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং ওয়াসা) মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার অবকাঠামোর (যেমন: পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার) পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি অথবা প্রকল্প ভিত্তিক কারিগরি এবং অন্যান্য সহায়তা দিতে পারবে।

(৪) স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং পরিশোধন, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M), পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার থেকে নির্গত বর্জ্যপানি অপসারণ, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য/ উপজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসারের ব্যবহার বা বাজারজাতকরণে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য যথাযথ মান/নির্দেশনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অধ্যায় ৫

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার আর্থিক দিক

অনুচ্ছেদ ৫.১ : পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার খরচ খাত

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার মধ্যে বিভিন্ন কাজ অন্তর্ভুক্ত যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন, অপসারণ এবং/অথবা সবশেষে ব্যব্যবহার এবং প্রতিটি কাজের সাথেই ব্যয় জড়িত রয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার কিছু অবকাঠামো যেমন: পরিশোধনাগার এবং ভেকুটাগ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেজন্য এসকল অবকাঠামোয় সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। অন্য সব খরচ যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, সেবা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফি/চার্জ থেকে মিটানো যাবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার প্রধান অবকাঠামো (যেমন: পরিশোধনাগার, ভেকুটাগ) স্থাপনে সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তা গ্রহণ করবে। একই সাথে সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য বাণিজ্যিক মডেল প্রস্তুত করবে, যেখানে সেবা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অনুদান/ফি/চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৫.২ : পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার অর্থসংস্থানের একটি প্রস্তাবনা

এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে তহবিল প্রবাহ সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে, যাতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা টেকসই করা যায়। সিটি কর্পোরেশন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান অবস্থা এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে সচেতনতার মাত্রা বিবেচনায় রেখে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার একটি তহবিল প্রবাহের প্রস্তাবনা বিবেচনার জন্য নিচে (চিত্র-৩) উপস্থাপনা করা হলো।

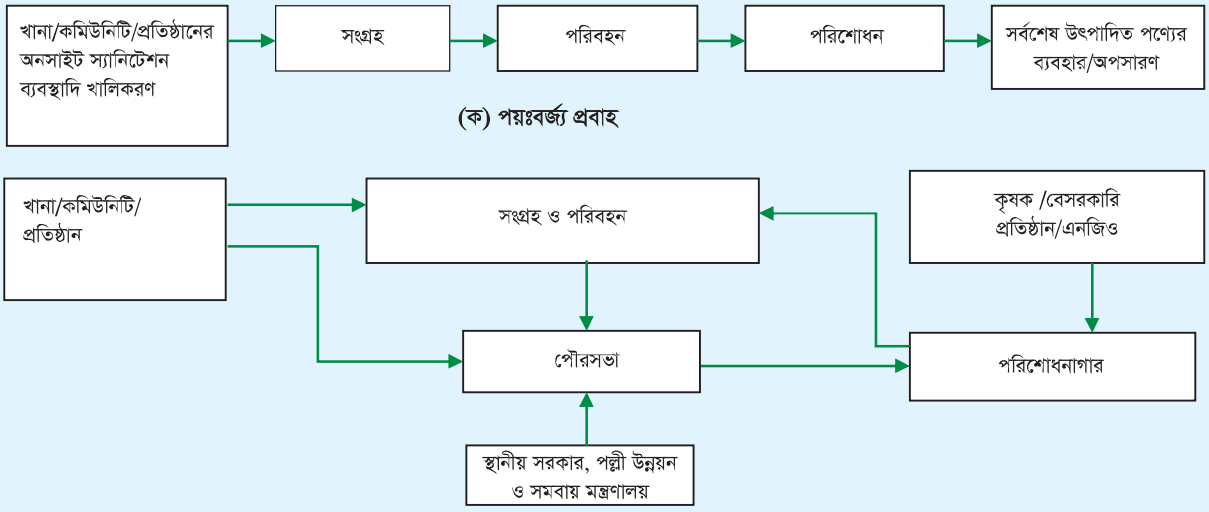

চিত্র ৩ : (ক) খানা থেকে শুরু করে পরিশোধিত বর্জ্যের সবশেষ ব্যবহার/অপসারণ পর্যন্ত বর্জ্যের প্রবাহ পথ;
(খ) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চেইনের জন্য বিভিন্ন অংশীদারের দেয়া অর্থের প্রবাহ পথ।

উপরোক্ত চিত্রে তহবিল প্রবাহ শুরু হয় খানা/জনগোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান (সরকারি এবং বেসরকারি) থেকে যেগুলো পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের উৎসস্থল। খানা/জনগোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ দুই ভাগে বিভক্ত হবে। একটি অংশ হলো পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহকারী এবং পরিবহন সেবা প্রদানকারীকে প্রদেয় ফি সেপটিক ট্যাংক বা পিট খালি করার জন্য; অপর অংশটি হলো সিটি কর্পোরেশনকে প্রদেয় ফি, যা পয়ঃনিষ্কাশন ফি ও হোল্ডিং ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং যার সাহায্যে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের খরচ বহন করা হবে। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করার সেবামূল্য আধারের আয়তন ও অন্যান্য বিবেচনার উপর ভিত্তি করে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারণ হতে পারে। পয়ঃনিষ্কাশন ফি বা সেবামূল্য পানি ব্যবহার অথবা বসতবাড়ির উপর আরোপিত করের আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করা যেতে পারে; এই ফি সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করবে। এই দুই ধারার তহবিল প্রবাহ বস্তিবাসী নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা গ্রহণে সহায়ক হবে; কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের স্যানিটেশন ফি-তে পুরোপুরি ভর্তুকি থাকবে/সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করা হবে এবং সরকারি তহবিল থেকে এই ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

পরিশোধনাগারে তহবিল স্থানান্তরের বিষয়টি হচ্ছে উপরের তহবিল প্রবাহচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সেবা প্রদানকারীগণকে সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার পর্যন্ত বহন করার জন্য পরিশোধনাগার কর্তৃপক্ষ থেকে প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) প্রদান করা হবে। এখানে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাঙ্ক্ষিত/প্রত্যাশিত আচরণকে যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করে পরিশোধনাগারে ফেলা এবং বেআইনিভাবে পয়ঃবর্জ্য ফেলার হার কমানোকে উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক এই প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) প্রদান করা হবে। এই পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও পরিবহন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ব্যয়ের একটি অংশ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের ফি-র মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ থেকে সংগ্রহ করবে এবং বাকি অংশ পরিশোধনাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় প্রণোদনা থেকে সংগ্রহ করবে। এর ফলে, দরিদ্র খানার/পরিবারের জন্য পয়ঃবর্জ্য অপসারণ সেবা গ্রহণ করা সাধ্যের মধ্যে থাকবে, বেশি পয়ঃবর্জ্য সংগৃহীত হবে, পরিবেশের উন্নতি হবে এবং সমগ্র জনগোষ্ঠী লাভবান হবে।

পরিশোধনাগারের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার খরচ মিটানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন সংগৃহীত পয়ঃনিষ্কাশন কর/সেবা মূল্যের একটি অংশ ব্যয় করবে। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহন সেবার লাইসেন্স/পারমিট প্রাপ্তির জন্য সিটি কর্পোরেশন ফি ধার্য করবে। পরিশোধনাগার কর্তৃপক্ষ সেখানে উৎপাদিত পণ্য (কম্পোস্ট) বাজারজাত এবং বিক্রির কাজে নিয়োজিত বেসরকারি উদ্যোক্তা অথবা এনজিওদের কাছে বিক্রি করতে পারবে।

তবে, সিটি কর্পোরেশন বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য, বিশেষ করে বড় ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য উল্লেখযোগ্য সরকারি সহায়তা প্রয়োজন হবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে এই তহবিল প্রবাহ প্রস্তাবনা করা হল। ভবিষ্যতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা একটি লাভজনক ব্যবসা হবে এই প্রত্যাশা করা যায়।